গাজীপুরে ওসির বিরুদ্ধে তরুণীকে ধর্ষণ ও হুমকির অভিযোগ



কোনাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইফতেখার হোসেন তারেক। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের (জিএমপি) কোনাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইফতেখার হোসেন তারেকের বিরুদ্ধে বিয়ের আশ্বাসে দীর্ঘদিন ধরে ধর্ষণ, ভয়ভীতি দেখানো, প্রাণনাশের হুমকি এবং মোবাইল ফোন থেকে ডিজিটাল তথ্য মুছে ফেলার অভিযোগ করেছেন এক তরুণী। এ ঘটনায় ওসির ঘনিষ্ঠ সহযোগী মো. সোহেলকেও অভিযুক্ত করেছেন তিনি।

এ বিষয়ে পুলিশ সদর দপ্তর ও গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন ওই নারী। অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্তের পাশাপাশি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা এবং নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তা চেয়েছেন তিনি।

অভিযোগে ওই নারী জানান, প্রায় এক বছর পাঁচ মাস আগে ব্যক্তিগত একটি আইনি সহায়তার জন্য কাশিমপুর থানায় গেলে তৎকালীন পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ইফতেখার হোসেন তারেকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। পরে ওই পুলিশ কর্মকর্তা তাঁর মোবাইল নম্বর নিয়ে যোগাযোগ শুরু করেন। একপর্যায়ে তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

তরুণী আভিযোগে আরও লিখেন, সম্পর্কের পুরো সময় নিজেকে অবিবাহিত পরিচয় দিয়ে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ইফতেখার। সেই আশ্বাসে বিভিন্ন সময়ে তাঁর বন্ধু সোহেলের বাসায় নিয়ে জোরপূর্বক শারীরিক সম্পর্ক করেন। পরে বিয়ের বিষয়ে চাপ দিলে ওই কর্মকর্তা পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হবে বলে জানান এবং বিয়েতে রাজি হননি।

অভিযোগে আরও বলা হয়, এ নিয়ে প্রতিবাদ করলে সোহেল তাঁকে বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি দেখান। ওসির পরিবারের সদস্যরাও তাঁর পরিবারের আর্থিক অবস্থা নিয়ে কটূক্তি করেন বলে অভিযোগ করেছেন ওই নারী। একপর্যায়ে ইফতেখার নিজেও তাঁকে গালিগালাজ ও প্রাণনাশের হুমকি দেন বলে লিখিত আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

ওই নারী আরও বলেন, চার দিন আগে তিনি গাজীপুরের জেলা প্রশাসককে ফোন করে বিষয়টি জানান। এরপর গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে ওসির নির্দেশে সোহেলসহ আরও একজন তাঁর বাসায় যান। তাঁরা ভয় দেখিয়ে তাঁর মোবাইল ফোন নিয়ে যান এবং ফোনে থাকা কল রেকর্ড ও চ্যাটসহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মুছে ফেলেন বলে অভিযোগ করেছেন তিনি।

তবে মোবাইল ফোন থেকে তথ্য মুছে ফেলার আগেই কথোপকথনের কিছু অডিও ক্লিপ, একটি ছবি এবং অন্য নারীদের কাছে পাঠানো হয়েছে বলে দাবি করা ওসির কয়েকটি ব্যক্তিগত ছবি নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করেছিলেন বলে জানিয়েছেন অভিযোগকারী।

বর্তমানে ওসি ও তাঁর সহযোগীদের কারণে তিনি এবং পরিবারের সদস্যরা নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছেন বলে আবেদনে উল্লেখ করেছেন ওই নারী। অভিযোগের বিষয়টি ধামাচাপা দিতে বিভিন্ন মাধ্যমে অর্থের প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে এবং তাঁর পরিবারকে হয়রানি করা হচ্ছে বলেও দাবি করেছেন তিনি।

অভিযোগের শেষাংশে ওই নারী ঘটনার নিরপেক্ষ বিভাগীয় তদন্ত, নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে ওসি ইফতেখার হোসেন তারেক ও তাঁর সহযোগী মো. সোহেলের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।